ইত্তেফাক

তারিখ ... 11-JUL-2008
পৃষ্ঠা - ১০ কলাম - ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলির খাবারের মান বাড়াইতে হইবে

গত ৮ই জুলাই ২০০৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিতে খাবারের মান বাড়ানো, দাম কমানো এবং কেন্টিনগুলিতে ভর্তুকির দাবিতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও মিছিল-সমাবেশ করিয়াছে 'ছাত্র অধিকার' নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি ছাত্র সংগঠন। পত্র-পত্রিকায় ইহার ছবি ও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংগঠনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, দীর্ঘদিন ধরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির ক্যান্টিনসমূহে নিয়মিত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হইতেছে। খাবারের দামও বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণে। নিম্নমানের খাবার গ্রহণের ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পুষ্টিহীনতায় ভুগিয়া, অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ হইতেছে, আবাসিক হলের প্রভোষ্ট ও হাউজটিউটরগণ হলের ক্যান্টিনগুলিতে যথাযথ তদারকি করিতে তেমন তৎপর ও সচেষ্ট নন।

যতদূর জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে ডাইনিং, কেন্টিন ও মেস—এই তিন ধরনের খাবার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই তিন উৎসের খাবারের মান অভিন্ন নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একই ধরনের ও উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। হলগুলিতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা থাকিলেও যাহাদের লাইব্রেরী ওয়ার্কসহ নানা একাডেমিক কাজে ক্যাম্পাসে দীর্ঘ সময় অবস্থান করিতে হয়, তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য পড়িতে হয় নানা বিড়ম্বনায়। টিএসসি ও ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার খাবার তুলনামূলক মানসম্পন্ন হইলেও তাহা সুলভ নহে। ইহাছাড়া ভ্রাম্যমাণ দোকানের খাবার ছাত্র-ছাত্রীরা একান্ত দায়ে পড়িয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিতে যেমন খাবারের মান বৃদ্ধি করিতে হইবে, তেমনি ক্যাম্পাস সংলগ্ন সকল উৎসের খাবার সুলভ ও মানসম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ডালের পানি খাইয়া শিক্ষার্থীরা আর পারিতেছে না। তাই তাহারা মানববন্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলির ডাইনিং ও ক্যান্টিনসমূহের খাবারের মান উন্নত করিতে এবং খাবারের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখিবার জন্য শিক্ষার্থীরা যে দাবি জানাইয়াছে উহাকে আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই দাবি পূরণে দ্রুত আগাইয়া আসিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের পুষ্টি সমস্যার সঙ্গে জাতির ভবিষ্যতের সম্পর্ক রহিয়াছে। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানে সে রাজনীতি কোন ভূমিকা রাখে নাই। আজ নির্দলীয় ব্যানারে শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের প্রকৃত সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরকার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়েরও নিজস্ব ফান্ড রহিয়াছে। ভর্তুকি দিয়া হইলেও শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ করিতে হইবে।